সৈকত রক্ষিত:
অনুরাগে অনুভবে

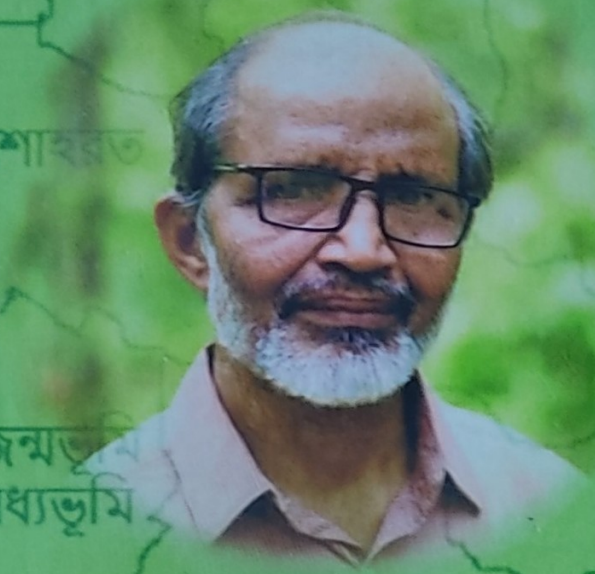

সম্পাদনা

অরূপ পলমল

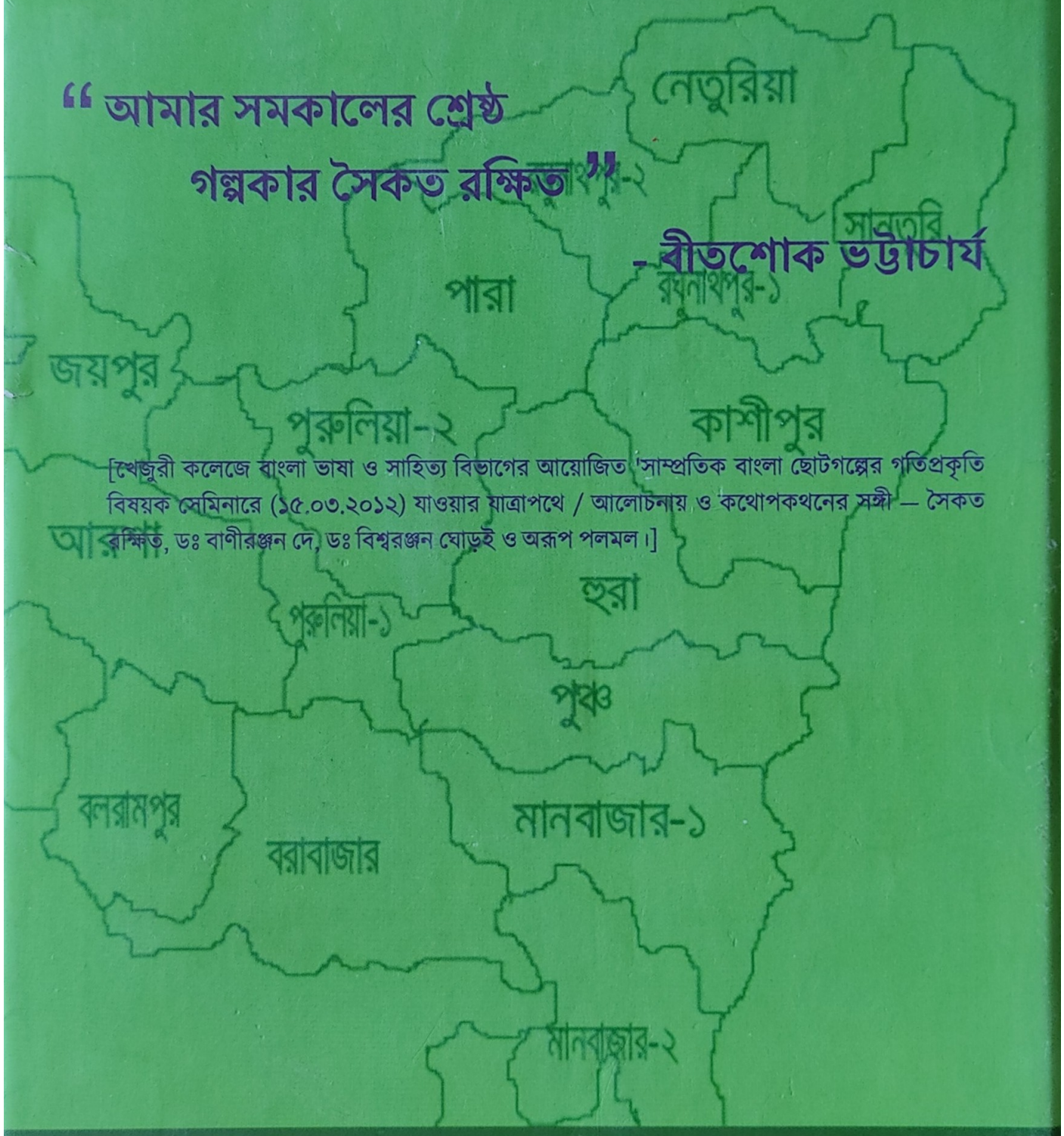

“আমার সমকালের শ্রেষ্ঠ গল্পকার সৈকত রক্ষিত”

- বীতশোক ভট্টাচার্য

[খেজুরী কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের আয়োজিত 'সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি বিষয়ক সেমিনারে (১৫.০৩.২০১২) যাওয়ার যাত্রাপথে / আলোচনায় ও কথোপকথনের সঙ্গী — সৈকত রক্ষিত, ডঃ বাণীরঞ্জন দে, ডঃ বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই ও অরূপ পলমল।]

978-93-93728-11-1

9789393728111

₹ ৭৫০/-

তবুও প্রয়াস পাবলিকেশন

৯/৪ টেমার লেন, কোলকাতা-৯

SAIKAT RAKSHIT-ONURAGE O ONUBHOBE
A Collection of Essay About Writter Saikat Rakshit live and Creation

Edited by
ARUP PALMAL

Published by Tapati Publication– 9/4 Tamer Lane, Kolkata 700009

প্রথম প্রকাশ :
৮ নভেম্বর, ২০২২
(গুরু পূর্ণিমা/সৃজন উৎসব/সৃজনভূমি, মানবাজার, পুরুলিয়া)

শ্রীমতী পাপিয়া চক্রবর্তী কর্তৃক তপতী পাবলিকেশন, ৯/৪ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত
এবং জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১ বি, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত

গ্রন্থস্বত্ব : প্রতিরূপ পলমল
প্রচ্ছদ : সুজয় চৌধুরী
গ্রন্থ অলঙ্করণ : সুজয় চৌধুরী
আলোকচিত্র : অরূপ পলমল
বর্ণসংস্থাপন : অরূপ পলমল

প্রকাশিকা ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনও রকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ISBN : 978-93-93728-11-1

মূল্য : ৭৫০ টাকা মাত্র

আলোচিত গ্রন্থ : প্রসঙ্গ সৈকত রক্ষিত

(তথ্য সংগ্রাহক অরূপ পলমল)

১। লেখা এক অপ্রত্যক্ষ সংগ্রাম; সৈকত রক্ষিত, কেন লিখি?; সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও প্রণব বিশ্বাস সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ২০০১, পৃষ্ঠা; ২৭৮-২৭৯

২। সৈকত রক্ষিত: প্রান্তিক জীবনের আখ্যান; শতাব্দী শেষের গল্প, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ২০০১, পৃষ্ঠা; ১৬২-১৬৮

৩। সামাজিক অন্তরবয়ন; কাল-বিভাজিত বাংলা উপন্যাস, প্রিয়কান্ত নাথ; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯, ২০০৭, পৃষ্ঠা; ১১০-১১২

৪। কারিগরের হিসেব-বেহিসেব, রুশতী সেন; বাংলা উপন্যাস সমীক্ষা, সম্পাদনা; বীতশোক ভট্টাচার্য; এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ২০০৮, পৃষ্ঠা; ১৩৭-১৪২

৫। সৈকত রক্ষিতের গল্প; সুমিতা চক্রবর্তী; বাংলা গল্প ও গল্পকার, সম্পাদনা; সুবল সামন্ত; এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ২০০৯, পৃষ্ঠা; ১০৪-১১২

৬। গোষ্ঠীসংগঠন ও গোষ্ঠীজীবন; গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯, ২০০৯, পৃষ্ঠা; ৮৮-৯০

৭। বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় চেতনা: একটি খসড়া, কথার ইশারা; পৃথ্বীশ সাহা, মুদ্রাকর, ১৮ এ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, ২০১০, পৃষ্ঠা; ৭১-৭৩

৮। সৈকত রক্ষিত; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ ১৯৫০-২০০০), দেবেশ কুমার আচার্য্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২৯/১ কলেজ রো, কলকাতা-৯, ২০১০, পৃষ্ঠা; ১২১৩-১২১৬

৯। সৈকত রক্ষিত; পরিবর্তমান গ্রামসমাজ: গল্পকারদের ভাবনা (১৯৭৭-২০০৭), সংকলন; শ্রাবণী পাল, অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন রো, কলকাতা-৬, ২০১১, পৃষ্ঠা; ৬২-৭২

১০। সৈকত রক্ষিতের গল্প 'আঁকশি': 'আপকি কাহানি তো মুঝে বিলকুল রুলা দিয়া'; প্রতিমা দাস; বাংলা ছোটগল্পে একালের সংলাপ, সম্পাদক; গৌতম দণ্ডপাট, খেজুরী কলেজ, বারাতলা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০১৩, পৃষ্ঠা; ১৬৫-১৭৩

প্রাবন্ধিক পরিচিতি

১। সৈকত রক্ষিত : গল্পকার-ঔপন্যাসিক-কবি- পদকর্তা- নাট্যকার- প্রাবন্ধিক। সৃজন উৎসবের মূল কর্ণধার। সাহিত্যের সব সময়ের কর্মী।

২। গোষ্ঠ বর্মণ : গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বরাবাজার বিক্রম টুডু মেমোরিয়াল কলেজ, পুরুলিয়া।

৩। সুখেন মণ্ডল : গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

৪। শ্যামল রায়: গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ।

৫। পৃথ্বীশ সাহা : সাহিত্য সমালোচক, অনুবাদক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। 'মুক্তাক্ষর' পত্রিকা সম্পাদক ও অমি প্রেস,কর্ণধার। সুভাষ গ্রাম, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।

৬। নাড়ুগোপাল দে : অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সিধু-কানু-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

৭। বিশ্বজিৎ পাণ্ডা : প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক, সহকারী অধ্যাপক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আচার্য সুকুমার সেন মহাবিদ্যালয়, গোতান, বর্ধমান।

৮। দিলীপ কুমার বসু : কবি- নাট্য গবেষক, সাহিত্য সমালোচক ও প্রাক্তন অধ্যাপক, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, রাজধানী কলেজ, নিউদিল্লি, দিল্লি।

৯। প্রিয়কান্ত নাথ : অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম।

১০। শ্রাবণী সিংহ রায় : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, তমলুক মহাবিদ্যালয়, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর।

১১। গাফফার আনসারী : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আড়ষা কলেজ। গবেষক, সিধু-কানু-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

১২। অনিমেষ ব্যানার্জী: শিক্ষক ও গবেষক, সিধু-কানু-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

১৩। সুমিত পতি : শিক্ষক, কবি ও প্রাবন্ধিক, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

১৪। শ্যামল মোহন্ত: গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ।

১৫। রামকুমার মুখোপাধ্যায় : বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক। দুই দশকের অধিক যুক্ত ছিলেন পূর্ব ভারতের সাহিত্য অকাদেমির।

১৬। বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় : কবি, কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

১৭। কৌশিক মিত্র : বিশিষ্ট সাহিত্য অনুরাগী ও প্রাবন্ধিক।

১৮। চিন্ময় সাধুখাঁ : গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯। প্রবুদ্ধ মিত্র : বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ও ছোটগল্পকার।

২০। অচিন্ত্য মাজী : কবি ও গবেষক, শিক্ষক, তেঁতুলহিটি উচ্চবিদ্যালয়, ঠাকুরডি, পুরুলিয়া।

২১। সুনীল মাজি : শিক্ষক, কবি ও প্রাবন্ধিক। খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। পশ্চিমবঙ্গ।

২২। আজমিরা খাতুন : অতিথি অধ্যাপক, আল- আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ, বারুইপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

২৩। সদানন্দ অধিকারী : গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ। ভারতবর্ষ।

২৪। শিবশঙ্কর সিং : লোকসংস্কৃতির গবেষক ও অতিথি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বলরামপুর কলেজ, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

২৫। অরূপ পলমল : অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সরকারী মহাবিদ্যালয়, গোপীবল্লপুর-দুই, ঝাড়গ্রাম।

২৬। সুজয় দত্ত : সাংবাদিক ও শিক্ষক। গড় জয়পুর, পুরুলিয়া।

২৭। আফসার আমেদ : বিশিষ্ট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। বাগনান, হাওড়া।

২৮। প্রবীর সরকার : অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নিস্তারিণী কলেজ, পুরুলিয়া।

২৯। অনিতা অগ্নিহোত্রী : কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক, মহিলা কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান।

৩০। প্রতিমা দাস : গায়িকা, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষিকা, উচাহার হাইস্কুল, কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

৩১। অমরেশ দাস : গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ। ভারতবর্ষ।

৩২। নাজমা ইয়াসমিন : শিক্ষক ও গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।

৩৩। অপূর্ব পাহাড় : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, দমদম মতিঝিল রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

৩৪। ক্ষীরোদচন্দ্র মাহাতো : লোকসংস্কৃতির গবেষক ও অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কাশিপুর কলেজ, কাশিপুর, পুরুলিয়া।

৩৫। গোপা বিশ্বাস : সহকারী অধ্যাপক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বিদ্যানগর কলেজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

৩৬। সুমিতা চক্রবর্তী : ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সমালোচক এবং প্রাবন্ধিক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।

৩৭। শ্রাবণী পাল : বিশিষ্ট সমালোচক এবং প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,

সৈকত রক্ষিত: ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের রূপকার

গোপা বিশ্বাস

চেনা পরিসরের বাইরে ছড়িয়ে থাকা অপরিচিত বিস্ময়কর জীবনের উপলব্ধি সৈকতে রক্ষিতের কথাসাহিত্যের মূল ভিত্তি। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা থেকে বহু দূরে প্রকৃতির কোলে পুষ্ট তথাকথিত শ্রেণিবিভাজনে আদিবাসী নামে অবহেলিত মানুষদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই মানবিক সংবেদনে এক অন্যরকম অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। ছোটোগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে আকস্মিক চমকের অভিঘাত আলোচ্য গল্পদুটির মূল বৈশিষ্ট্য নয় বরং একমুখীন সরলরেখায় চিরকালীন শাশ্বত অনুভবই বাঙ্ময় হয়ে গল্পগুলিকে নতুনত্ব প্রদান করেছে। গঠনগত নিজস্বতায় গল্পের স্বাতন্ত্র্য নির্দিষ্ট ধারণার বাইরের নতুন ভঙ্গিতে তুলে ধরেছে। অচেনা ভৌগোলিক পরিবেশে অজানা মানুষদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই নিশ্চিন্ততার ঘেরাটোপে থাকা পাঠককেও বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। সাধ ও সাধ্যের, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির আসমান-জমিন তফাৎ থাকা সত্ত্বেও প্রাণপ্রাচুর্যের উৎস স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় ইতিবাচকভাবে উঠে এসেছে। না পাওয়ার অন্তিম বিন্দুতে অবস্থান সত্ত্বেও গল্পের চরিত্ররা তাই জীবনের সামান্য আয়োজনকেই চেটেপুটে আস্বাদন করেছে। তাই হতাশা, গ্লানি, ক্ষোভ-বঞ্চনার মাঝেও জীবনের বৃত্ত নির্দিষ্ট পরিক্রমায় আবর্তিত হয়ে বিন্দু বিন্দু ভালোলাগার মুহূর্ত তৈরি করেছে। রাতের ঘন অন্ধকারে আকাশের বুক চিরে ওঠা ক্ষণস্থায়ী আলোর রোশনাইয়ের মতোই তার আয়ু। তবুও বেঁচে থাকার আনন্দকে এইভাবেই ছড়িয়ে দিয়ে এই প্রান্তিক মানুষেরা নিজের উত্তরাধিকারকে অর্পণ করেছে নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাকে। তাই বঞ্চনার মাঝে নিত্য বাস করেও ইতিবাচক ভাবধারায় জীবন এগিয়ে যায় নির্দিষ্ট ছন্দে।

'আঁকশি' ও 'পাখা' গল্প দুটির মূল পটভূমিকায় রয়েছে এইরকমই প্রান্তিক মানুষদের জীবন পরিক্রমার কথা, হতদরিদ্র পরিবারের বারোমাস্যার এক ঝলক প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাদের একটি দিনের লড়াইয়ের ঘটনায়। 'আঁকশি' গল্পের মাগারাম বা 'পাখা'র শামাউন প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবনের রঙকে নানাভাবে উপভোগ করেছে। দারিদ্র্যতার সঙ্গে মিশে আছে অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা—যা নীরবে অভিযোজন করায় সমাজের শ্রেণিবিভাজনের অসাম্যকে। উচ্চবিত্ত বা অর্থবানের পাশে নিজেকে মেলে ধরতে না পারার যন্ত্রণা লাঘব হয়ে যায় না পাওয়ার কষ্টকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়ায়। যেটা পাইনি তার জন্য আফশোষ বা হতাশা নয় বরং সংকুচিত অভিমান সবার অলক্ষ্যে দু-ফোঁটা চোখের জল বের করে নিয়ে আসে যা তার

একাকীত্ব নিজস্ব। সমাজের চিরকালীন নিয়মকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতাকে বুকের মধ্যে লালন না করেও অভিমানী হৃদয় সামান্য আয়োজনকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায়।

'আঁকশি' ও 'পাখা' গল্পের মধ্যে লেখক খুঁজে দিয়েছেন এমনই দুই জীবনের কাহিনি। অখ্যাত জীবনের বেঁচে থাকার লড়াইকে কুর্নিশ জানানোর মধ্যে দিয়ে কাহিনির সূচনা ও সমাপ্তি। বৃত্তাকারে আবর্তিত জীবনের প্রাত্যহিক রোজনামচায় ঘুরে ফিরে আসে সুখ দুঃখের স্বাভাবিক পালাবদলের নৈর্ব্যক্তিক রূপ, বিষাদের কুয়াশায় জড়িয়ে থাকা জীবনেও আশার সূর্য ঝিলিক দিয়ে ওঠে, সম্পূর্ণ হয় জীবনের অয়ণ।

'আঁকশি' ও 'পাখা' গল্পদুটির গঠনবিন্যাস ও রচনাকৌশলে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট বয়ান। দুটি গল্পেরই ঘটনার সময়সীমা একটি দিন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত এই বারো ঘণ্টার মধ্যে জীবননাট্যের এক শাশ্বত সমাপতন দুটি চরিত্রের সম্পূর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। 'আঁকশি' গল্পে মাগারাম শিমুল গাছের সন্ধানে আঁকশি কাঁধে পুরো পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। শিমুলের ফল থেকে তুলো বের করে সে বাজারে মহাজনের কাছে বিক্রি করে, আর সেই বিক্রিত অর্থই তার জীবনধারণের প্রধান উৎস। তাই জঙ্গলের মাঝে চেনা পরিসর ছাড়িয়ে নতুন নতুন জায়গায় গাছচুক্তির সন্ধান করে সে। সঙ্গে থাকে স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তান। অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করে পথচলার ফাঁকে জীবনের আনন্দকে সাগ্রহে বরণ করে নেয়। অকুণ্ঠিত চিত্তে যৎকিঞ্চিৎ ভাললাগাকে গ্রহণ করেই পথচলার ক্লান্তিকে দূরে সরিয়ে রাখে তারা। এমনকি ছোট নীলকমলও বাবা-মায়ের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে অভ্যস্ত হতে থাকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারের ধারাকে বহমান রাখতে।

আশা নিরাশার দোলাচলে আবর্তিত নিত্যকার জীবন থেমে থাকে না। মাগারাম দিনের শেষ বেলায় খুঁজে পায় তার প্রার্থিত শিমুল ফলের গাছ। সন্ধানী সজাগ হিসেবি মনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে তার কারবারি মাগারাম। ধনী স্বচ্ছল গরাইয়ের পাশে নিজের সামাজিক অবস্থানকে প্রকটভাবে অনুধাবন করতে পেরেও কোথাও আত্মমর্যাদাবোধ মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়াতে চায়। মাগারাম জানে তার গাছ চুক্তির সামান্য অর্থ না পেলেও স্বচ্ছল গরাইয়ের অর্থনৈতিক কোনো সমস্যাই হবে না। সে একবার নিজের দারিদ্র্য, অক্ষমতা, অদৃষ্টকে স্মরণ করে বলতেও চায় - 'বাবু! হামরা ভখার জাত। মুচি। হামদের দশটা টাকায় কী কাম দিবেক আপনার?' কিন্তু উপবাসী দারিদ্র্যপীড়িত, নিচু জাতি হলেও আত্মমর্যাদাবোধ তাকে টেনে ধরে। নিজেকে ছোটো করে অর্থ বানানোর চিন্তা সে মাথা থেকে দুর করে দেয়। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দরদাম করে গাছ চুক্তি করে ফেলে। সসম্মানে নিয়োজিত হয় নিজের কাজে। তার নাম নিয়ে গরাইয়ের সস্তা রসিকতা বা গরাইয়ের বাড়ির ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া একটি ভাতের ফ্যান পিচুটি বসা খোলা চোখেও বাঁচার ইচ্ছাকে দ্বিগুণ করে তোলে। গাছের মগডালে দীর্ঘকায় হাড়গিলে মাগারামের লটকে থেকে আঁকশি বাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে অপ্রতিরোধ্য জীবনীশক্তি যেমন প্রকাশ পায় তেমনি গরাইয়ের বাড়িতে ফলন্ত পেঁপে গাছের পেঁপে দেখে আঁকশি দিয়ে পেড়ে ফেলার উদগ্র ইচ্ছাকে লাগাম পরাতে গিয়ে অবচেতন স্তরে মাগারাম লোভী হয়ে ওঠে। আঁকশি এখানে শোষক ও শোষিতের মাঝামাঝি অবস্থান করছে। আঁকশি ঘাড়ে নিয়ে দিনের পর দিন তার নাগালের বাইরে চলে যাওয়া জিনিসকে করায়ত্ত করতে গিয়ে নিজের আয়ত্তের বাইরের দ্রব্যকে গ্রহণ করার নেশা তাকে পেয়ে বসে। আর এই নেশায় বুঁদ হয়ে অজানা পথের রহস্য উদঘাটনে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার ক্লান্তি তার দুর হয়ে যায়। জীবনযুদ্ধের সওয়ারি হয়ে বেঁচে থাকার সাধনায় আঁকশি তার প্রধান হাতিয়ার যাকে কেন্দ্র করেই এক বিষম জীবনযুদ্ধে লড়াই করার সাহস সে অর্জন করতে পারে।

বেঁচে থাকার অপর নামই তো জীবন যুদ্ধ। সমাজের বর্ণবিন্যাস, জটিল ও বিচিত্র মানুষের মনের

অলিগলি যার হদিশ ব্যক্তির নিজেরই অজানা, সেই পথে জন্ম থেকে মৃত্যুর পথ পরিক্রমায় নানা ঘটনার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার রাশিই তো জীবনের প্রধান মূলধন। সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সরণি বেয়ে ক্ষণিক সুখ বা দীর্ঘস্থায়ী দুঃখের অনুভব জীবনকে দার্শনিক উপলব্ধি দান করে।

'পাঘা'র শামাউন আনসারির জীবনের পথ পরিক্রমায় অপ্রাপ্তির শূন্য ভান্ডার হৃদয়ের গভীরে বড় বেশি প্রকট হয়ে দেখা দেয়। নিজেকে নিয়ে ভাবনা ও আসলে নিজেকে বঞ্চিত করারই অন্য রূপ। শরীরের কষ্টকে গুরুত্ব না দিয়ে স্বরচিত সংসারের দায়িত্ব পালনে নিরুপায় শামাউনকে তাই উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যেতে হয়। বিরাট পৃথিবীর একটি ছোট্ট কোণে সাওয়া তিন বিঘা জমির ফসলে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে চাওয়ার মধ্যেই প্রতিদিনের বাঁচার লড়াই চলতে থাকে। সামর্থ্যের মধ্যে ভালো থাকতে চাওয়ার আকাঙ্খাও তাই মাঝে মাঝেই মুখ থুবড়ে পড়ে। পরিবারের ভার বহনের প্রধান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জীবনের সত্যিটা জানে সে - 'নিজেকে নিয়ে এই চার-চারটা পেট ভরসা করে আছে তার একার কামাইয়ের উপর। রুজি রোজগারের ধান্দায় শেষদিন তক তাকে পসিনা ছুটিয়ে যেতে হবে।' এক নিদারুণ সহ্যশক্তির পরীক্ষা দিতে দিতে ক্লান্ত শামাউন যখন কিছুটা ধাতস্থ হয়ে যায় তখনই ভাগ্যের আকস্মিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত হয়ে যায় সে। হালের গোরু জঙ্গলের বিষাক্ত লতাপাতা খেয়ে মুখে ফেনা তুলে যখন মারা পড়ে তখন সে খোদাতাল্লার নামে কপাল চাপড়ে বসে পড়েছিল। কিন্তু বসে পড়লে খোদাতাল্লা তার মরা গোরু ফিরিয়ে দেবে? বিপর্যয়ের সত্যিটা যেমন সে জানে তেমনি কষ্ট সহ্য করে বেঁচে থাকতে হবে এ অভিজ্ঞতাও তার দীর্ঘ জীবনের উপলব্ধ সত্য। এই অজানা যুদ্ধে নিজের ক্ষমতাটুকুই তার প্রধান ভরসা। 'কোন অদৃশ্য শক্তির প্রতি আস্থা প্রতিদিনের' জীবনসংগ্রামের তীব্রতায় 'দিন কে দিন অস্পষ্ট ও যুক্তিহীন হয়ে যায়'।

অতএব ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু হয়ে যায়। যা চলে গেছে তার কষ্ট দূর করে নতুন করে লড়াইয়ের ময়দানে নামতে হয়। নিতান্ত অনিচ্ছায় দুধ দেওয়া গরু বাছুর সহ বিক্রির কথা ভাবতে হয়। ভোরবেলায় বালক আবুদনকে নিয়ে গরুকে পাঘা পরিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ঝালদার হাটে নিয়ে যাবে সে। পিতা পুত্র অভুক্ত অবস্থায় হাটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বালক আবুদন হাটের মজা দেখবার আশায় বিভোর হয়ে পা চালায় বাপের সঙ্গে। আর অসহায় বাপ শামাউন তার ঘরের পালপোষ করে বড়ো করা গাই বাছুর বিক্রি করে পয়সা রোজগারের আশায় হেঁটে চলে দীর্ঘ পথ। বয়সের ভারে কিছুটা কাহিল তবুও পদব্রজে মাইলের পর মাইল ক্লান্তিহীন পথ চলতে থাকে গরুর পাঘা বাঁধা প্রান্তভাগ ধরে। অনভ্যস্ত বিক্রেতা শামাউন হাটের ভিড়ের মাঝে কিছুটা যেন হতচকিত হয়ে যায়। আর তার হাতে ধরা গাই গরুও অচেনা পরিবেশের হই হট্টগোলে হাটের ভিতরে প্রবেশ করতে চায় না। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিতান্ত বাধ্য হয়ে হাটে আসা সামাউন গাই বিক্রি করতে না চাইলেও অবস্থার ফেরে গরজ দেখাতে বাধ্য হয় সে। হাটের মাঝে অচেনা লোকের গায়ে পড়া বিদ্রুপের হাসি, সঙ্গে তীর্যক উক্তি 'গাই সে বিক্রি করতে না চাইলে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাক'- শামাউনকে অভিমানী করে তোলে। বড়ো সস্তা তার অভিমান, সে জানে কেউ নেই তার মনের দুঃখকে উপলব্ধি করার জন্য। আর সে নিজে! নিজের অভিমান নিজের কাছে গুরুত্ব দিয়ে বসবার সময়ও কি তার আছে? তবু একরাশ বিষণ্ণতায় মন তার ভরে ওঠে -'ঘরে পালপোষ করা গাই, কান ফটফট করা তার চনফনে সুন্দর ধলা বাছুর আর আবুদনের শুকনো মুখ দেখে সেই অভিমান মুহূর্তে তীব্র হয়ে ওঠে। মনে হয় খদ্দার বড় অবুঝ। বড় স্বার্থপর তারা।'

এই 'অবুঝ' আর 'স্বার্থপর'- এর ভিড়ে অসহায় বিপন্ন শামাউনকে বোঝার মানুষ নেই। শামাউন নিজেও জানে তার দারিদ্র্যতার স্বরূপ। উপলব্ধি করে অসহায় মানুষের ডুবে যাওয়ার আগে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার

আকুতি। নিজের অবস্থানকে নিজেই বিচার করে হাটের ভিড়ে মিশে যেতে চায় ছেলে আবুদনকে নিয়ে। কিন্তু হাটের মাঝে নিজেকে তার বড়ই বেমানান মনে হয়। চারিদিকের বেচাকেনা হই হট্টগোলের মাঝে নিজেকে গুছিয়ে মেলে ধরতে পারে না সে। মনে হয় বিক্রিত মূল্যের যে ধারণা নিয়ে সে এসেছিল তার পারা ধীরে ধীরে নামতে থাকে। হেমন্তের দিনের শেষভাগের কুয়াশা ঘেরা চলাচরের মতো তার মনের আশার উত্তাপও কমে আসতে থাকে। মেলার হই হট্টগোলের মাঝে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় তার - '... গাই যদি বিকতে না পারে? অল্প সময়ের জন্য হাটের হইহল্লা তার কানে আসে না। শ্রবণশক্তিহীন ফ্যাকাসে আদমির মতো সে হাটের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত তার নজর আলতো করে বুলিয়ে নেয়।'

অগণিত মানুষের মধ্যে থেকেও শামাউন ক্রমশ একা হয়ে যেতে থাকে। বর্তমান সমস্যার স্বরূপ ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা তাকে চিন্তিত করে তোলে। নিদারুণ জীবন সংকটে বিপর্যস্ত হতে হতে দিশাহীন লক্ষ্যে যেন তার অমোঘ নিয়তি। নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছের মূল্য নিরূপণ করতে পারার মালিক সে নয় বরং প্রতিনিয়ত না মেলা জীবন অংকের অদৃশ্য সুতোয় ঝুলতে থাকে তার জীবন। স্বপ্ন দেখার সাহস তার মতো দরিদ্র মানুষের নেই। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য সামান্য উপকরণ সংগ্রহে লড়াই চালানোর শক্তি প্রতিনিয়ত তাকে অর্জন করে নিতে হয়। হাটের অগণিত মানুষের ভিড়ে নানা পণ্যসম্ভারে ভরে থাকা প্রাণপ্রাচুর্যতার মাঝে শামাউনের অক্ষমতা ধনী-দরিদ্র্যের চিরকালীন বিভাজনকে যেন প্রকট করে তোলে। দারিদ্র্যের চাপে নুয়ে পড়া শামাউনকে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির চাপে অপারগ হয়ে হার মানতে হয়। বাইরের পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, অসহায়তার নাগপাশে আবদ্ধ তার অমোঘ নিয়তি তাই সমস্ত অনিবার্য তাকে মেনে নিয়েও অন্তঃকরণে শুরু হয় ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা যার সদর্থক কোনো উত্তর তার জানা নেই। যদি হালচাষের জন্য অন্য গরুকে সে বিক্রিত অর্থে কিনতে না পারে তাহলে তার চাষাবাদের জন্য সে কি করবে এই প্রশ্নের মীমাংসা সে নিজেকে প্রশ্ন করে -'.... জোয়ালের অন্য পাশে ব্যাটা আবুদনকে জুড়ে সে খেতে লাঙল ঘুরিয়ে যাবে?'।

শামাউনের এ প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সামাজিক পদমর্যাদার মানুষের নিম্নমুখী অবস্থানের চিত্র। গরুর পাশে শিশুপুত্রকে জুড়ে দেওয়ার ভাবনার মধ্যে যে নিঃশেষিত অসহায় পরিস্থিতির দিক নির্দেশিত হয়েছে তা আসলে এই পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক মানুষদের জীবনের বাস্তব চিত্র। শুধু বেঁচে থাকার জন্য পশুর সঙ্গে সহাবস্থানে বাধ্য হতে হয় যাদের তাদের প্রতিদিনের লড়াইয়ের রোজনামচায় এই নিদারুণ কঠিন বাস্তবের প্রয়োগ খুব অস্বাভাবিক নয়।জীবনকে শুধু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ও নিজের সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুঁজে নিয়ে সহায়সম্বলহীন মানুষ বেছে নেয় রূঢ় বাস্তবকে। জীবনের কঠিন লড়াইয়ের মুহূর্তে তাই হার না মানা মনের জোরই বাঁচিয়ে রাখে তাদের।

প্রতিকূল পরিবেশ আর সমাজের শ্রেণিবৈষম্যের চক্রব্যুহে শামাউন বা মাগারাম কেবলমাত্র দর্শক। তাদের ইচ্ছে অনিচ্ছের সুখ দুঃখের হিসেব কেউ রাখে না, শামাউনের শিশুপুত্র আবুদন বা মাগারামের শিশুপুত্র নীলকমল পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত নয়। আবার এই দুটি বালক তাদের পিতার ফেলে আসা শৈশবের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। একদিকে সামাজিক বিভাজনের প্রকট রূপ গল্পদুটির মূল সুর কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অকিঞ্চিৎকর বিষয়কে নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠার দুর্লভ মুহূর্ত। জীবনের তাত্ত্বিক ভাবনায় উচ্চাঙ্গিক ভাবের অধিকারী তারা নয় কিন্তু প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যকে অনুধাবন করার দুর্লভ দৃষ্টি তাদের আছে। সবুজ প্রকৃতির মাঝে মাইলের পর মাইল নগ্ন পায়ে ঘুরে বেড়ানোর মুহূর্তগুলি নানা আনন্দের সূত্রে তাদের স্মৃতিপথে ধরা থাকে। পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে বাৎসল্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ জীবনের জটিলতাকে সরল করে দিয়েছে। 'পাঘা'র আবুদন পিতা শামাউনের সঙ্গে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে খিদে ক্লান্তি ভুলে

প্রকৃতির সৌন্দর্যে হারিয়ে যায়। তার চঞ্চলতায় মিশে থাকে প্রকৃতিকে নতুন করে আবিষ্কারের ইচ্ছা - 'বাপের সঙ্গে কদম মিলিয়ে হাঁটতে পারে না সে। ছুটে এসে সঙ্গ ধরে খ কখনো পলাশের ঝুড়ে সোনাল পোকা ধরতে গিয়ে বাপের থেকেও ঢের ফারাকে পড়ে থাকে সে। ... মুঠো খুলে বাপকে দেখায় কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা কানকটারি সোনাল পোকা কিংবা লুলু পাথরের নুড়ি।' প্রকৃতির কোলে বড়ো হয়ে ওঠা বালক প্রকৃতির মাঝেই খুঁজে পায় তার আনন্দের উপকরণ। জীবনের অনেক চাওয়া পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েও মনের ভান্ডার তার পূর্ণ হয়ে থাকে নানা প্রাণপ্রাচুর্যে। তাই হাসিমুখেই চলে প্রাণের উৎস সন্ধানের আয়োজন। সন্তানের সঙ্গে জনকের আত্মিক টান দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডি অতিক্রম করে এক শাশ্বত সম্পর্কের দিককে তুলে ধরেছে। অভাব, দারিদ্র্যের মধ্যেও পিতৃহৃদয় স্বাভাবিক বাৎসল্যের প্রকাশকে রুদ্ধ হতে দেয়নি। আঁকশি ও পাখা দুটি গল্পেই রুটি রুজির খোঁজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে পিতার স্নেহ পরশ শিশুপুত্রের ক্লান্তিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। ছোটো ছেলে তার স্বাভাবিক চঞ্চলতায় যখন বাবার পায়ে পা মেলাতে পারেনি তখন পিতা শামাউনের আন্তরিক আহ্বান - 'আবুদন ! কথা গেলি বাবু- ... চ বাবু রাগে রাগে চ দেখি।' তাকে নতুন করে উজ্জীবিত করে তুলেছে।

'আঁকশি'-র মাগারামও পুত্র নীলকমলের প্রতি একই স্নেহ বাৎসল্যের প্রকাশ দেখিয়েছে। নাবালক নীলকমল জঙ্গলের পথে শিমুল গাছের সন্ধানে বেরিয়ে মা বেদনি, বাবা মাগারামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে না পেরে পুকুরের পাড়ে কিংবা টিলার পাশে লুকিয়ে থাকে। নিজে স্বাভাবিক চঞ্চলতায় গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকে, বলে- ''হামি নাই যাব। যা ক্যানে তরা। নাই যাব। মাগারাম অনেকটা কালো ও লম্বাটে, রুগ্ন চেহারায় এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে বড়ো সুরেলা গলায় ডাকে তার ব্যাটাকে। বলে 'নীলকমল আয় বেটা-" এ ডাককে উপেক্ষা করতে পারে না নীলকমল। স্নেহ পরশের এই সার্বজনীন ধারা বয়ে যায় অখ্যাত অজ্ঞাত মাগারাম বা শামাউনের না পাওয়া জীবনের মধ্যেও।

এক অখ্যাত জীবনের আখ্যানে সৈকত রক্ষিত অচেনা পরিবেশেও চিরকালীন চেনা ছবিই পরিবেশন করেছেন। তথাকথিত সভ্য মানুষদের থেকে অনেক দূরে সমাজের নির্জন পরিসরে লোকচক্ষুর অনেকটা আড়ালে বহমান জীবন তার নিজের মতন করেই সেজে উঠেছে। প্রকৃতির অন্দরে জীবনের আনন্দের রসদও প্রকৃতিই সাজিয়ে রেখেছে। অচেনা সেই অনুভূতিকে আখ্যানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন বলেই লেখক স্বতন্ত্র। জীবনের আখ্যানে শাশ্বত অনুভবের সহজ প্রকাশ, সঙ্গে বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এই মানুষদের অবস্থান পাঠককে ভাবনার রসদ যুগিয়ে চলেছে। এই ব্যতিক্রমী লেখকের অনুভব আশাবাদী জীবনের বীজকেই রোপণ করে যায়, আগামী দিনে যা প্রাণপ্রাচুর্যে ফলবতী মহীরুহ হয়ে উঠবে।